দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR 1
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর মোনাজাত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাশে জাতিসংঘে মহাসচিব কোফি আনান —জন

ভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ নতুন করে প্রমাণ করেছে মাতৃভাষা হচ্ছে জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য উপাদান ॥ আনান

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার ঢাকার সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এ উপলক্ষে জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনানের উপস্থিতিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ ইনস্টিটিউটকে 'বাঙালী জাতির বিশ্বজনীন অহঙ্কারের প্রতীকী প্রতিষ্ঠান' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, মহান ভাষা আন্দোলনের বিশ্ব স্বীকৃতি বাঙালীর সাফল্যের এক মহত্তর মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। জাতিসংঘ মহাসচিব তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বাংলাদেশ নতুন করে প্রমাণ করেছে মাতৃভাষা হচ্ছে জাতিসত্তার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এই ইনস্টিটিউট সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে প্রয়োজ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলা

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দে

এক শ' বছরে তিন হাজা ভাষা হারিয়ে যাবে !

রেজোয়ানুল হক

ভাষাবিদদের মতে আদিকাল থেকে বিশ্বব্যাপী প্রায় হাজার ভাষায় মানুষ কথা বলেছে কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশেরই কোন

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দে

এক শ' বছরে *(প্রথম পাতার পর)*

অস্তিত্ব নেই, সময়ের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে যেতে ভাষার সংখ্যা এখন এসে ঠেকেছে ৬০৬০ টিতে। এ ধারা চলতে থাকলে আগামী এক শ' বছরের মধ্যে আরও তিন হাজারের মতো ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। Ethnology— the languages of the world নামের বইতে ১৯৯৯ সালের এক জরিপের ভিত্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বহু ভাষা প্রচলিত রয়েছে। যেমন পাপুয়া নিউ গিনিতে রয়েছে ৮১৭টি ভাষা, ইন্দোনেশিয়ায় ৭১২টি, নাইজিরিয়ায় ৪৭০টি, ভারতে ৪০৭টি, মেক্সিকোয় ২৮৯টি, ক্যামেরুনে ২৭৯টি, অস্ট্রেলিয়ায় ২৩৯টি, কঙ্গোয় ২২১টি, চীনে ২০৫টি ইত্যাদি। বাংলাদেশে ঠিক কতটি ভাষা প্রচলিত রয়েছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই, তবে এখানেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। বাংলা ছাড়াও এখানে চাকমা, গারো, সাঁওতালী ইত্যাদি ভাষায় কথা হয়। ওই জরিপে বেশকিছু মজার তথ্যও বেরিয়ে এসেছে। যেমন বর্তমানে পৃথিবীতে এমন ৫১টি ভাষা রয়েছে, যে ভাষায় শুধু একজন করে কথা বলে। এর মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়াতেই রয়েছে ২৮টি ভাষা। এ ছাড়া ১শ' জনের কম কথা বলে এমন ভাষার সংখ্যা ৫শ', এক হাজার জনের কম কথা বলে এমন ভাষা রয়েছে দেড় হাজার। মূলত ২০/২৫টি ভাষায় বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠী কথা বলে থাকে।

বৃহস্পতিবার ঢাকার সেগুনবাগিচায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, বিশিষ্ট সংবাদ পাঠক, প্রকৌশলী সেরাজুল মজিদ মামুনের কাছ থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি বইপত্র ঘেঁটে এগুলো যোগাড় করেছেন বলে জনকণ্ঠকে জানান। ১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের মহান শহীদ দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পাবার পর বিশ্বের সকল মাতৃভাষার প্রতি সম্মানের নিদর্শন হিসাবে সরকার ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

জাতিসংঘের মহাসচিব কোফি আনানের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ঢাকায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্যদিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি অঙ্কুরিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবার পর সেখানে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার উত্থান পতন ও বিকাশ সম্পর্কে গবেষণা হবে। বিশ্বে বর্তমানে প্রচলিত প্রায় ৬ হাজার ভাষার পাণ্ডুলিপি এখানে সংরক্ষণ করা হবে। পাণ্ডুলিপি আছে এমন ২০/২৫টি ভাষাসহ প্রতিবছর প্রায় এক শ' ভাষা ব্যবহারের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। এই ইনস্টিটিউট এসব ভাষার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রয়াসী হবে এব ইতোমধ্যে হারিয়ে যাওয়া ভাষার সন্ধান করবে।

বাংলাদেশ নতুন *(প্রথম পাতার পর)*

তিন দিনের সরকারী সফর শেষে মিঃ আনান দক্ষিণ এ তাঁর চলতি সফরের শেষ পর্যায়ে ভারত সফরের সকালেই নয়াদিল্লীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিদ আগে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সফরকে ফলপ্রসূ কিন্তু স্বল্পস্থায়ী বলে উল্লেখ করে আরও বেশি সময় নিয়ে আবার বাংলাদেশে আসার ব্যক্ত করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক মাতৃ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে শিক্ষ এএসএইচকে সাদেক এবং শিক্ষাসচিব ডঃ সাদত হুসা বক্তব্য রাখেন। মন্ত্রীবর্গ, এমপি, কূটনীতিকগণ, বাহিনীর প্রধান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপ ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে বলেন, বাঙালী জা হাজার বছরের অগ্রগতির ইতিহাসে মহান ভাষা আন্দে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। জাতিসংঘ তথা ইউনে বিশ্বঘোষণার মাধ্যমে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চেত রূপান্তরিত হয়েছে। মাতৃভাষার প্রতি বাংলাদেশের মানু গভীর ভালবাসা ও চরম আত্মত্যাগ স্বীকৃতি ও মর্যাদা করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভ দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ায় বাংলাদেশের ঐতিহা অগ্রযাত্রার পথ পরিক্রমার স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের গুরুদা অর্পিত হয়েছে। বাঙালী জাতি নিজস্ব শক্তি ও সম্পদ দি এ ইনস্টিটিউটের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণকে সফল করে তুলবে এ একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মে এ ইনস্টিটিউটও একদিন বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানু আত্মিক মুক্তি, সৃজনশীলতা এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বিকা প্রতীক হিসাবে বিশ্বময় নন্দিত হবে বলে তিনি আশা প্রক করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, সেগুনবাগিচায় শিল্পক একাডেমীর উত্তরে এক একর জায়গার ওপর ২০ ত ফাউন্ডেশনবিশিষ্ট এই ইনস্টিটিউট ভাবনের নির্মাণ ক শীঘ্রই শুরু হবে। আপাতত ২০০১ সালের মধ্যে ৩ তু নির্মাণের জন্য প্রায় সাড়ে ২০ কোটি টাকা ব্যয় ধ হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাংলাদেশ সফরসূচী চূড় হবার পর তাতে অন্তর্ভুক্ত করে এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্র স্থাপন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়— যাতে তিনি এ উপস্থিত থাকতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভাষণে নিজেই বলেছেন, মি আনানের উপস্থিতি এ অনুষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক চরিত্র মর্যাদা দিয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী ও জাতিসং মহাসচিব সেখানে বকুল ফলের চারা রোপণ করেন